সংবাদ

তারিখ ... 17 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২

মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

সুবিধাবঞ্চিত ও বয়স্ক মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পৃথক বোর্ড হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সুবিধাবঞ্চিত ও বয়স্ক মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে পৃথক বোর্ড গঠন ও সনদ প্রদানের বিধান রেখে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৩' এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। খসড়া আইনে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স ৮ থেকে ১৪ বছর ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৪৫ বছর করা হয়েছে। উভয় বয়সের শিক্ষার জন্য পৃথক কারিকুলাম প্রস্তুত করা হবে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

অধিকার : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

অধিকার : নিশ্চিত

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আইনের অনুমোদন দেয়া হয়।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আইনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদানসহ যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম এ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে।

আর্থ-সামাজিকসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর এলাকায় (হাওড়, চর, উপকূলীয় এবং পার্বত্য অঞ্চল) বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দুস্থ জনগোষ্ঠী (পথশিশু, বেকার যুবক ও যুব মহিলা, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী পুরুষ-মহিলা) এবং প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক শিশু, যুবক ও যুব মহিলারাও এ আইনের আওতায় আসবে বলেও সচিব জানান।

তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে ব্যত্যয় ঘটালে বা বাধা দিলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলেও পরবর্তীতে চারদলীয় সরকার এ বিষয়ে আর গুরুত্ব দেয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায়নের পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৩' এর খসড়া মন্ত্রিসভায় পাঠায়।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত এবং অবহেলিত বঞ্চিতদের মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৩টি মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে খসড়া প্রস্তুত করেছে।

সূত্র জানায়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাক্ষরতা ছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশু পালন, কুটির শিল্প, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয় পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, স্কুলে ভর্তি হতে না পারা বা ঝরে পড়া শিশু, সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষ, পথশিশু, বস্তিবাসীসহ সবার শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতেই এ আইন করা হচ্ছে।